দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 MAR 1993 পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মেডিক্যালে ভর্তি ।। আসন ১৩২৫ আবেদনপত্র ১২ হাজার

আবুল খায়ের ।। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ঠাঁই হইতেছে না। নূতন ৫টি মেডিক্যাল কলেজসহ ১৩টি মেডিক্যাল কলেজের ১৯৯২-৯৩ সনের শিক্ষাবর্ষে ১৩২৫টি আসনের জন্য ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আবেদনপত্র জমা দিয়াছে। অর্থাৎ প্রতি আসনের জন্য ১০ জন করিয়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। নূতন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২রা এপ্রিল ১৩টি মেডিক্যাল কলেজে এক সঙ্গে সকাল ৯ হইতে ১০টা ২০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক এ কে শামসুদ্দীন সিদ্দিকী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনপত্র যাচাই করা হইতেছে। ইহাতে বাতিলের সংখ্যা খুবই কম। গত বৎসর পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ তুলিয়া সভা, মিছিল, ভাংচুর ও বিভিন্ন কায়দায় আন্দোলন করিয়াছিল। পরে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই বৎসর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

মেডিক্যালে ভর্তি

(প্রথম পৃঃ পর)

পরিচালক এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতেছে না। তাহার সহিত সাক্ষাৎকারী দর্শনার্থীদের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী এবং বিনা অনুমতিতে কোন কর্মচারীকে তাহার অফিস কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ পরিচালক এককভাবে নিজেই করেন। ইহার পরও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ করা হইলে উহা তাহার জন্য দুর্ভাগ্যজনক হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। গত বৎসর ১৩২৫টি আসনের জন্য ১৪ হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করিয়াছিল। এই বৎসর গত বৎসরের তুলনায় আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দুই হাজার কম। তবে এই বৎসর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা মেডিক্যাল কলেজসমূহের আগে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা কিছু কম বলিয়া একজন কর্মকর্তা জানান। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী মেডিক্যাল কলেজসমূহে আসন সংখ্যা সীমিত, এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একজন পরিচালক বলেন, এমবিবিএস পাস করিয়া বেকার থাকিতে হয়, ইহা ডাক্তারদের জন্য ঠিক নয়। তিনি বলেন, ডাক্তারদের থানা পর্যায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার জন্য ব্যাংক হইতে ঋণ দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে বেশীর ভাগ লোক এখনও পর্যন্ত এমবিবিএস ডাক্তারের চিকিৎসা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।